TIME & TIDE

AN E-JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF HISTORY

ISSUE-3

Part-1

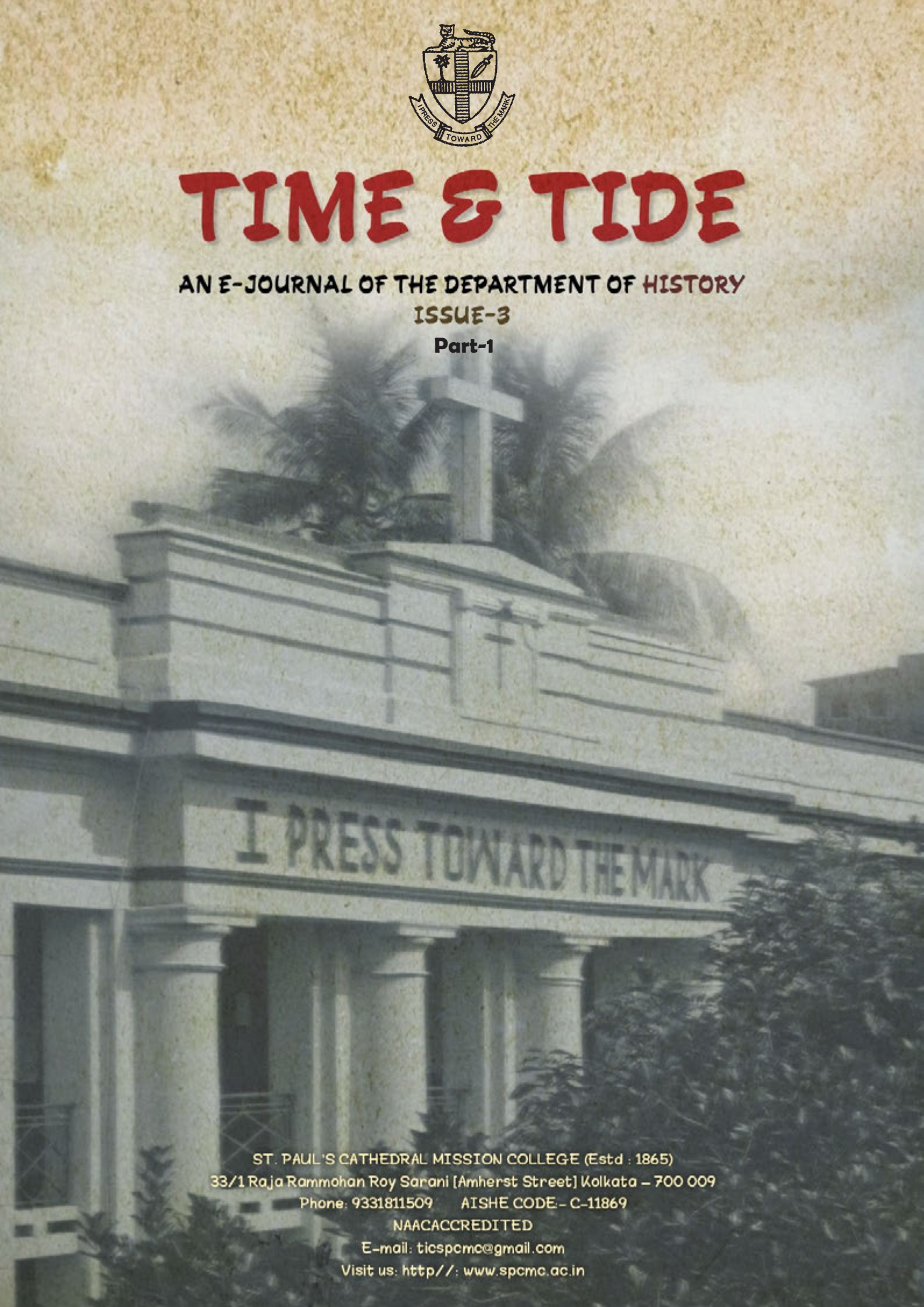

ST. PAUL'S CATHEDRAL MISSION COLLEGE (Estd : 1865)
33/1 Raja Rammohan Roy Sarani [Amherst Street] Kolkata – 700 009
Phone: 9331811509 AISHE CODE:- C-11869
NAACACCREDITED
E-mail: ticspcmc@gmail.com
Visit us: http//: www.spcmc.ac.in

St.Paul's Cathedral Mission College

Department of History

Estd. 1865

Cordially invites you to Annual Students' Seminar 2024

Exploring Local History: Kolkata and the Suburbs

স্থানীয় ইতিহাসের অন্বেষণে: কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

THE WEBINAR IS BEING HELD IN COLLABORATION WITH IQAC OF THE COLLEGE.

Date - 24/6/2024

Time - 12 noon

Mode: Google meet

ONLINE STUDENTS' SEMINAR
ON
'EXPLORING LOCAL HISTORY'
24.6.2024

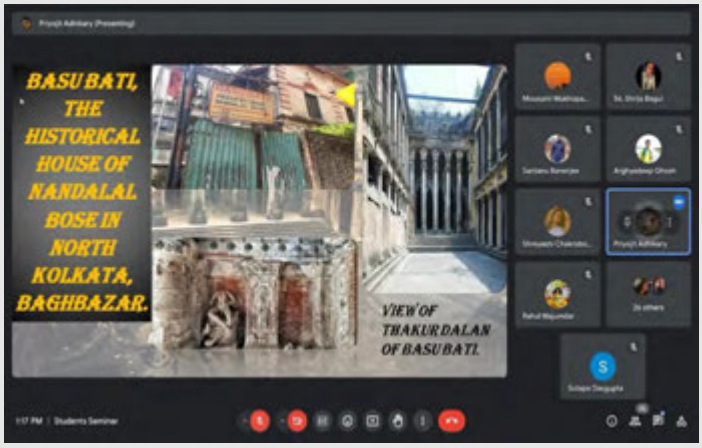

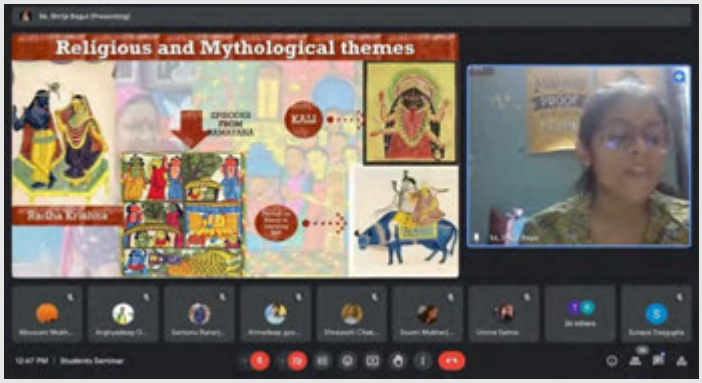

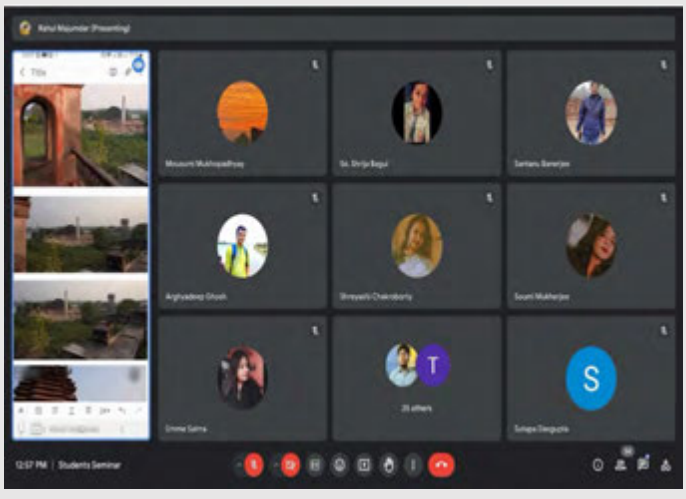

CONTENTS

EXPLORING LOCAL HISTORY: KOLKATA AND ITS SUBURBS
June 24th, 2024.

- Soumi Mukherjee, 'Kumartuli: A Potter's Colony", Semester 6

- অরিঞ্জিতা রায়
'সোনাগাছি: ইতিহাসের পটভূমিকায় লাল আলোর দেশ,', Semester 4

- দেবজ্যোতি ঘোষ
'কলকাতার ঘাটের ইতিহাস,' Semester 4

- Srija Bagui 'Kalighat : A study of Cosmopolitan Kolkata',Semester 4

- প্রিয়জিত অধিকারী
'বাগবাজারের বসু পরিবারের ইতিহাস', Semester 4

- Argyadeep Ghosh - Dakshineswar, Rashmoni and Ramakrishna : Exploring the story of a philanthropist and a mystic. Semester 2

- Rahul Majumdar -
'চন্দননগর : 300 বছরের প্রাচীন মন্দির এবং বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা চন্দননগরের প্রবর্ত্তক আশ্রম' Semester 2

- Adi Marik -
'The Known but Unknown Dumdum: From Plassey to Partition.' Semester 2

Kumartuli : A potter's colony

Soumi Mukherjee, Semester 6

History:

- Kumartuli lies in the heart of older part the Kolkata (North Kolkata). In Bengali kumar means potter and tuli means Locality.The place plays an important role during the Durga Puja festival which is widely celebrated in West Bengal and other parts of India.
- The initiation of idol-making at Kumartuli follows a certain lore which is even popular amidst the artisans as well as the retailers who specialise in selling ornaments of pith (referred to in Bengali as shola), zari or golden and silver threads or beaten silver and embellishments and sequins.
- A lore ascribes the significance of the development of the kumbhar community in present region. According to the lore, the first kumbhar was brought over to the region from Krisnanagar (Nadia district in Bengal) by Raja Nabakrishna Deb to build a Durga idol to commemorate the worship of the deity in honour of the victory of the British at the Battle of Plassey against the Muslim power of Siraj-ud-Daullah in 1757. Eventually, inspired by the example, several other rich families of the region started giving similar orders to the kumbhar to build clay idols for their respective families.
- As gradually the demand started increasing, the kumbhar found it a daunting task to travel to and from Krisnanagar to build the idols and requested for a place of residence along with the artisans and oth er artists to assist in the process of idol making. Thus, as the wishes of the kumbhars were granted, Kumartuli came into existence as a centre for clay art in kolkata.

Idol Making process:

The craftsmen:

- The process of idol making is tedious, demanding a multitude of skilled and unskilled activities . Workers are assigned specific jobs. For example, some workers only draw the eyes on the face of the deity, in a process called chokkudann (offering eyes).
- The wages of the labourers can range from Rs 500 to Rs 10,000 depending on the work and the working hours of the labourer. Since the work is mostly seasonal, wages also depend to an extent on the work schedule.
- During peak months, labourers engage in extra hours of work and their wages are increased slightly .The increase in wage ranges from Rs 50 to Rs 200 per day, depending on the work.
- Traditionally, only men engaged in the craft of idol making. Many craftsmen still believe that women should stay at home and only indirectly assist their male counterparts by cooking for them during their work hours.
- In this male-dominated craft, a few pioneering women have also made their mark. China Pal, Namita Pal, Shibani Pal, and Shipra Ghodui have shattered gender barriers, leaving their indelible imprint on the art form.

Types of Idols:

- Several types of Durga idols are created in Kumortuli, but the two main categories are ek chala and do chala (with more than one background) which developed much later and out of necessity.
- Apart from the backgrounds, there are other distinct differences among the idols. The ‘Art Bangla Durga’, a combination of features from traditional and modern Durga idols, is five to 14 feet tall and decorated with zari or solapith.
- Modern Durga idols are the least expensive. There are also the ‘Dobasi Bangla’ type (decorated with zari or sola), the ‘Khas Bangla’ type (five to eight feet tall and decorated entirely with sola) and ‘Ajanta Ellora Durga’ (made entirely of clay).

Ek chala Durga Protima:

The stages of Idol Making:

- The idol making process can be categorised broadly into three stages. The first stage is making the kathamo (bamboo and wooden frame) for the idol.
- Before the sculpting begins, the kathamo is worshipped and a few rituals are performed by those who take the idols back to their pandals. Once the kathamo is complete, it is tied with straw to give it a rough shape of the idol.
- The kumors apply mud to the Straw framework of the idol.The mud is a mixture of clay and water.
- Two types of mud are used – entel mati (Sticky clay) and bele mati (crisp clay).
- When the body of the idol is ready, the face, palms and fingers, which are separately made, are put together.The face is made with bele mati and rubbed with paper to give it a polished finish. The idols are then coloured and decorated.

Two stages of idol making:

Making the face of an idol:

Challenges:

- Kumartuli's journey has not been without challenges. The work conditions are far from ideal, with limited access to modern tools and technology.
- Despite the undeniable artistic brilliance, financial stability remains an elusive dream for many Kumartuli artisans. Irregular incomes and seasonal demands for their creations make it challenging to secure a consistent livelihood. They often live on the edge of financial insecurity.
- Rapid urbanisation and the changing landscape of Kolkata have encroached upon the traditional workspace of these artisans.
- As high-rises and commercial complexes rise around them, they face the very real threat of displacement from the spaces they've occupied for generations.
- They are largely self-reliant and bear the brunt of life's hardships on their own.

সোনাগাছি: ইতিহাসের পটভূমিকায় লাল আলোর দেশ

অরিঞ্জিতা রায়

ভূমিকা:- ***লাল আলোর দেশ*** বা ***Red light area*** বলতে যে শব্দগুলি সর্বপ্রথম মাথায় আসে সেগুলি হল ***পতিতা, পতিতালয়, পতিতাবৃত্তি*** এই সকল। আজ থেকে প্রায় হাজারও বছর আগে যদি ফিরে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এই বিশ্বের এক ***প্রাচীনতম পেশা*** ছিল এই ***পতিতাবৃত্তি***, যা মূলত এক যৌনব্যবসা। পুরুষদের যৌন সুখ দিতে নারীরা তাদের দেহ দিয়ে আপন জীবিকা অর্জন করে, আর এই সকল নারীরা এই সমাজে পরিচিত **পতিতা** বা **বেশ্যা** নামে, এবং তারা যে স্থানে বসবাস করেন সেই স্থান ***পতিতালয়*** বা ***বেশ্যালয়*** নামে পরিচিত। যার অবস্থান সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে। এইরকমই একটি স্থান হল **সোনাগাছি।** যা নিছক এক সাধারণ পতিতালয় নয় বরং ***এশিয়া মহাদেশের সবথেকে বৃহত্তম পতিতালয়*** বা ***Red light area,*** যা অবস্থিত ***'The City of Joy'*** শহর ***কলকাতার*** বুকে।

Arinjita Roy; Department of History; Semester 4; SPCMC; University of Calcutta

<u>ইতিহাস, সভ্যতা, ও পতিতাবৃত্তি:-</u> সমাজে পতিতাবৃত্তির সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে নানান মতভেদ থাকলেও সর্বোপরি বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় বর্বরতার গর্ভে অর্থাৎ সামন্তীয় সমাজের পাপের ফসল ছিল এই পতিতাবৃত্তি। ***ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসের*** মতে, এই পেশা প্রথম ***ব্যাবিলনে*** শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই পতিতাবৃত্তি যেমন ***সাইপ্রাস*** ও ***করিন্থেও*** প্রচলিত ছিল, তেমনি বিস্তৃত হয়েছিল ***সারদিনিয়া*** ও ***ফিনিশীয়*** সংস্কৃতিতেও। অন্যদিকে প্রাচীন ***গ্রিক*** ও ***রোমান*** সমাজে এই ব্যবসা জনপ্রিয়তা পাওয়ার সাথে সাথে ***ভারতীয় সভ্যতাতেও*** এই পেশার ছায়া পড়ে।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে ***ব্রিটিশ যুগ,*** যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে পতিতাবৃত্তির নজির মিলেছে। যার প্রমাণ ***কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'*** থেকে শুরু করে ***বানভট্টের 'কাদম্বরী'*** কিংবা ***মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন মহাকাব্যগুলিতে*** পাওয়া গিয়েছে। এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নারীরা কখনো ***'গণিকা'*** কখনো ***'দেবদাসী'*** আবার কখনো বা ***'তাওয়াইফ'*** নামে সমাজে পরিচিত ছিল।

<u>সোনাগাছির জন্ম:-</u> ***এশিয়ার বৃহত্তম লাল আলোর দেশ, 'সোনাগাছি'*** নামক স্থানটির সৃষ্টির সময়কালটিকে পর্যালোচনা করলে সর্বপ্রথমে স্মরণ করতে হবে সেই সময়ে কলকাতার বুকে শুরু হওয়া এক নতুন আভিজাত্যের কথা, যার পোশাকি নাম ছিল ***'বাবু কালচার'***। ব্রিটিশ আমলে গঠিত হওয়া এই নতুন অভিজাত শ্রেণী, বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের প্রধান সম্পদ হয়ে উঠেছিল অর্থ। শিক্ষা বা বংশ পরিচয়ে নয়, ব্যবসা বা অন্য উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে রাতারাতি এই

শহরের বুকে বাবুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দামি গাড়ি, লক্ষ টাকার বাইজি, পায়রা ওড়ানো, রক্ষিতাদের বাড়ি করে দেওয়া, ফি শনিবার বেশ্যাদের নিয়ে আসর বসানো, মদ খেয়ে রাতের পর রাত কাটানো, এই সকল কিছু ছিল বাবুদের প্রধান কাজ। সর্বোপরি বলা যেতে পারে, উপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে তৎকালীন কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি জাতির মধ্যে এতটাই আদিরস প্রীতি জাগ্রত হয়েছিল যে যার প্রভাব পড়তে বাদ থাকেনি তৎকালীন ***বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান*** ইত্যাদির ওপর। সেই সময় পুস্তকগুলিতে যেমন বিভিন্ন অশ্লীল লেখা প্রকাশিত হতে থাকে তেমনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসের পাতায় এক ***অশ্লীল কলকাতার*** ছবি ফুটে ওঠে।

এই সময়তেই আবার ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসতে থাকে অনেক ইংরেজ তরুণ। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অবিবাহিত, আর যারা বিবাহিত ছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই স্ত্রীরা থাকতেন সুদূর ইংল্যান্ডে। এই সকল সাদা চামড়ার ইংরেজ এবং কলকাতার এই বাবু গোষ্ঠীর শারীরিক ও ভোগ বিলাসীতার চাহিদা মেটাতে ক্রমশ গড়ে উঠল, গোটা একটি যৌনপল্লী এই তিলোত্তমার বুকে। ***অষ্টাদশ*** ও ***উনবিংশ শতাব্দীর*** বাঙালি বাবু সম্প্রদায় হোক কিংবা ভারতে আগত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন ইংরেজ কর্মী এই অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ উপ-পত্নীদের প্রতিপালন করতেন। পুরনো দলিল ঘাটলে জানা যায়, **১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে**

যেখানে কলকাতার বারবণিতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ***১২,৪১৯, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে*** তা বেড়ে দাঁড়ায় ***৩০,০০০-এ***। কথিত আছে ***প্যারিসের বিখ্যাত যৌনকর্মীরাও*** কলকাতার এই সোনালী অঞ্চলের খ্যাতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বৃহৎ রূপ নেওয়া এই সোনাগাছি নামক এলাকাটির ব্যাপ্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে ***স্বাধীন ভারতেও।*** যার কারণে এই অঞ্চলটিকে ***রাষ্ট্রীয়ভাবে Red light area*** হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ঠাকুর পরিবার ও সোনাগাছি:- সোনাগাছি জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে এমন এক

পরিবারের কথা উঠে আসে যাকে ছাড়া সমগ্র বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসচর্চা কার্যত অসম্ভব। ঠিক একই ভাবেই মহানগরের এই লাল আলোর দেশের সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরব, কলকাতার খ্যাতনামা ***ঠাকুর পরিবারের*** নাম। জানা যায়, ঠাকুর পরিবারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ***The Great Prince দ্বারকানাথ ঠাকুর*** ছিলেন এই অঞ্চলের প্রকৃত মালিক। সেকালের বাবু সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে তারই উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই নিষিদ্ধ পল্লীটি। এমনকি এই অঞ্চলের ***প্রায় ৪৩ টি বেশ্যালয়ের মালিক*** তিনি খোদ নিজেই ছিলেন।

ব্যুৎপত্তি:- ***উনিশ শতকে*** যে কারণে বা যেভাবেই এই সোনালী অঞ্চলের সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, আসলে ***এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম লাল আলোর দেশ,*** সোনাগাছির এহেন নামের ব্যুৎপত্তির পেছনে ছিল অন্য ইতিহাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটির নাম সোনাগাছি হলেও আসলে নামটি হল ***সোনাগাজী***। পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে ***সোনাগাছি*** নামটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নামটি এসেছে ***সোনাউল্লা*** নামে এক ইসলাম ধর্ম প্রচারকের তৈরি এক মসজিদ থেকে। কলকাতার ইতিহাস ও স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, এই ***সোনাগাজী ইরান*** থেকে ***ভারতবর্ষে*** এসেছিলেন এবং ***অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের*** কোনো এক সময় তিনি কলকাতায় আসেন। ***নবাব সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময়*** এই অঞ্চলটি

ছিল মুসলিম মানুষজনের বসতি এবং এর পাশে ছিল একটি গোরস্থান। যার কাছাকাছি ***সোনাউল্লা গাজী চারটে মিনার ও একটি গম্বুজ সহ একটি মসজিদ নির্মাণ*** করেন। যার কারণে এই রাস্তার নাম হয় ***মসজিদ বাড়ির স্ট্রিট***, এবং এর পাশের একটি ছোট গলি ***সোনাগাজী লেন*** নামে পরিচিতি পায়। এই মসজিদটির ভেতরেই ছিল ***সোনাগাজীর কবর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে*** এর অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য সোনাগাজীর এই মসজিদটি নিয়ে আরো একটি জনশ্রুতি রয়েছে। যেখানে বলা হয় কলকাতার প্রথম দিকেএই অঞ্চলটি ছিল ***সোনাউল্লাহ*** নামে এক ***কুখ্যাত ডাকাতের আস্তানা***। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর মা একটি কুঁড়েঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনেন, যেখানে সোনাউল্লাহ তার মাকে বলেছিলেন, ***"মা, কেঁদোনা আমি গাজি হয়েছি।" P.T. Nyer তাঁর "A History of Calcutta's Streets"*** বইতে লিখেছেন যে সোনাউল্লার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীকালে ***'সোনাগাজীর মসজিদ'*** নামে পরিচিতি পায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ***রাধারমন মিত্র*** তাঁর ***'কলিকাতা দর্পণ'*** বইতে লিখেছেন যে, ***সোনাগাছি*** নামটি যেমন বিকৃত ***সোনাগাজী*** নামটিও তেমন বিকৃত। নামটি আসলে ***বাংলা শব্দ সোনা বা সুবর্ণ*** নয়, শব্দটি আসলে হলো ***আরবি শব্দ 'সনা' অর্থাৎ প্রশংসা, স্তব ও স্তুতি।*** পীরের পুরো নাম ছিল ***'গাজী সনাউল্লাহ শাহ'।***

অবস্থান:- এখনকার ***সোনাগাছি*** নামে পরিচিত যৌনপল্লীটি গড়ে উঠেছিল কলকাতা শহর গড়ে ওঠার অনেক আগে। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ***হুগলি নদী ও পার্শ্ববর্তী সুতানটির*** হাট ছিল এই এলাকার ***একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্র।*** আর নদীর ঠিক ধারেই ছিল সেই যুগের তীর্থযাত্রীদের চলাচলের রাস্তা, যা ***চিৎপুর রোড*** নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল একটি যৌনপল্লী।

তবে কলকাতায় যৌনপল্লীর সংখ্যা অনেক। মূলত প্রাচীন কলকাতার দুটি রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছিল মহানগরীর সমস্ত যৌনপল্লী। প্রথমটি হল ***চিৎপুর*** থেকে ***কালীঘাটগামী রাস্তা।*** আর পরেরটি লালদিঘি থেকে বউবাজারগামী রাস্তা। এছাড়া বন্দরের নাবিকদের জন্য ***খিদিরপুর***, ইংরেজদের 'আপ্যায়নের' জন্য ***জানবাজার*** ইত্যাদি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল গণিকালয়। আবার অনেক ইতিহাসবিদের মতে, ***পূর্বে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও পশ্চিমে চিতপুরের মাঝের পুরো জায়গাটা*** নিয়েই পতিতাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে সোনাগাছি অঞ্চলটি ***কলকাতার মার্বেল প্যালেস এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, শোভাবাজার ও বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলের নিকটে অবস্থিত।*** এই পতিতালয়টিতে রয়েছে কয়েকশো বহুতল যেখানে বসবাস করেন ***প্রায় ১ লাখেরও উপরে*** যৌনকর্মী।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও সোনাগাছি:- সেই যুগের শহর কলকাতার বুকে যেমন একদিকে গড়ে উঠছিল একটি যৌনপল্লী, তেমনি আরেক দিকে তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ***স্বাধীনতা আন্দোলন।*** বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে সোনাগাছির তথা পতিতাদের কথা উহ্য থেকে গেলেও এদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ***বিংশ শতাব্দীর গোড়া*** থেকে ***কলকাতা*** শহর হয়ে উঠেছিল ***রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।*** সারা কলকাতার মানুষের মধ্যে যখন স্বাধীনতা স্পৃহা জাগরিত হচ্ছে তখন সেখান থেকে বাদ

পড়েনি সোনাগাছির এই বারবণিতারাও। ***১৯২১ খ্রিস্টাব্দের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে*** সোনাগাছির পতিতাদের ***অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান*** ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জানা যায় তারা ***লাল পাড় শাড়ি পড়ে কপালের সিঁদুরের ফোটা দিয়ে গান গেয়ে*** অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন বন্যার্তদের জন্য। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ***প্রায় এক লাখ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ*** করতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। আবার ***১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে*** তারা ***তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেও*** অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার কারনে বাঙালি ভদ্র সমাজের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাদের। ***১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের চিত্তরঞ্জন দাশের যে অন্ত্যোষ্টিযাত্রা*** হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিল সোনাগাছির পতিতারা।

সামাজিক অধিকার রক্ষায় সোনাগাছি:-

যদি সমীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই অঞ্চলে মূলত ***দু ধরনের যৌনকর্মী*** কাজ করেন, ***১) স্থায়ী, ২) অস্থায়ী।*** আর তারা বিভিন্ন কারণে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। কেউ ভাগ্যের পরিহাসে, কেউ দারিদ্রতা দূর করতে স্বইচ্ছায়, আবার কেউ বাড়তি উপার্জনের জন্য নিজের ইচ্ছায় এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন। তবে যে কারণেই হোক না কেন আগেও এবং আজও সোনাগাছির এই পতিতাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজ থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাদের পেশাকে ***'পাপ'*** বলে মনে করা হয়। তারা এবং তাদের সন্তানরা পায় না যথাযথ সামাজিক অধিকার।

ডক্টর স্মরজিৎ জানা

আর তাই এই সকল যৌনকর্মীদের অধিকারের দাবি তুলে ধরতে ***১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর স্মরজিৎ জানার সহায়তায়*** গড়ে ওঠে ***'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'***। যারা আজও কাজ করে চলেছে সোনাগাছির যৌনকর্মীদের অধিকারের আদায়ের উদ্দেশ্যে। ***২০০১ খ্রিস্টাব্দে ৩রা মার্চ প্রায় তিন হাজার যৌনকর্মীরা*** অধিকার আদায়ের এক বিরল সমাবেশের আয়োজন করে। ***যৌনকর্মী ভারতী দে-র নেতৃত্বে*** সমস্ত যৌনকর্মীরা দাবী তোলেন যে তাদের ***শ্রমিকের স্বীকৃতি*** দিতে হবে।

Arinjita Roy; Department of History; Semester 4; SPCMC; University of Calcutta

ভারতীয় আইন অনুসারে পতিতাবৃত্তি আইনত বৈধ হলেও প্রকাশ্যে এই বিষয়ে প্রচার চালানো বা বেশ্যালয়ের মালিক হওয়া আইনসিদ্ধ নয়, এই প্রথারও বিরোধীতা করেন তারা। এছাড়া তাদের সন্তানদের সমাজের আর পাঁচজন ছেলে মেয়ের মতো স্বাভাবিক জীবন এবং শিক্ষা গ্রহণের অধিকার জানান তারা। এমনকি বিভিন্ন কারণে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের হয়রানি শিকার হতে হয় শুধুমাত্র তাদের পেশাগত কারণে। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন সোনাগাছি যৌনকর্মীরা। আজও যৌনকর্মী ***ভারতী দে***-র নেতৃত্বে ***দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭৫ হাজারেরও উপর যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের জন্য*** কাজ করছে। শুধু তাই নয়, এই ***দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি*** এই শহরে সবথেকে বড় যৌনকর্মীদের সংগঠন যারা প্রা***য় ২৫ বছর ধরে*** যৌনকর্মীদের অধিকারের সাথে সাথে ***স্বাস্থ্য নিয়েও*** কাজ করে চলেছেন।

ভারতী দে

সোনাগাছির স্বশাসিত বোর্ড:- সোনাগাছি যৌনকর্মীরা যেমন যৌনকর্মীরা শ্রমিকের অধিকারের দাবি চান, তেমনই একইসঙ্গে নাবালিকা এবং অনিচ্ছুক সাবালিকাদের পেশায় নামানোর বিরুদ্ধেও তাঁরা। সেই লড়াইয়ের গোড়াতেই তৈরি হয় ***স্বশাসিত বোর্ড।*** প্রতিটি যৌনপল্লিতেই সক্রিয় এই ধরনের বোর্ড। পল্লিতে নতুন মেয়ে এলেই খবর পৌঁছে যায় বোর্ডের কাছে। নাবালিকা বা অনিচ্ছুক সাবালিকা হলেই উদ্ধারে নেমে পড়েন বোর্ডের সদস্যরা। পুলিশে, মেয়ের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়।

অনেক সময় এই মেয়েদের নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ***সেল্ফ রেগুলেটরি বোর্ডের সদস্যরা।*** তার জন্য বিপদেও পড়তে হয়েছে। দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠানোর আগেই সোনাগাছিতে খুনও হয়েছেন এক প্রবীণ যৌনকর্মী। এমন উদাহরণ-ও আছে। তবুও লড়াই জারি। লড়াই বোর্ডের স্বীকৃতি-প্রাপ্তি নিয়েও। দেশজুড়ে নারী ও শিশুপাচারের

প্রেক্ষাপটে যৌনকর্মীদের এই লড়াইয়ের কথা ***সুপ্রিম কোর্টের প্যানেলের*** কাছেও পৌঁছেছে। সেই ***প্যানেলের সুপারিশ, এই স্বশাসিত বোর্ডকে মডেল করা হোক গোটা দেশের যৌনপল্লিতেই।***

উপসংহার:- যৌন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নারীরা সমাজে পতিতা নামে পরিচিতি পায়, কারণ তারা সমাজে পতিত বা অন্ত্যজ, অর্থাৎ ভদ্র সমাজে এদের কোনো স্থানে নেই। কিন্তু ***Carol Leigh*** এই সকল পতিতাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বলেছিলেন, ***"বেশ্যা নয়, গণিকা নয়, পতিতা নয়, 'যৌনকর্মী'।"*** বলাই বাহুল্য যে, এই সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন পতিতাবৃত্তি ও সোনাগাছির মতন পতিতালয়গুলিও থাকবে। যতই এদের নিষিদ্ধ করা হোক না কেন, যতই সভ্য সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় এরা এবং এদের পেশার প্রমাণ চিরকাল থেকে যাবে। শ্রমিক তাদেরকেই বলা হয় যে নিজেদের পেটের জন্য শ্রম করে জীবিকা অর্জন করে। মানুষকে বুঝাতে হবে যে এই শরীর প্রকৃতি সৃষ্টি, এই শরীরের প্রত্যেকটি চাহিদা প্রকৃতির সৃষ্টি, আর যাকে অবজ্ঞা করা কার্যত অসম্ভব। আর এই যৌনকর্মীরাও শ্রম করে জীবিকা অর্জন করে তাদের পেটের খিদের জ্বালা মেটায়। আর যে সভ্যসমাজ এদেরকে ***কলঙ্কিত*** বলে ঘটনাচক্রের সেই সভ্য সমাজের দাঁড়ায় এরা সেই ***so-called কলঙ্কিত*** হয়। যে স্থানকে তারা ***অপবিত্র*** বলে মনে করে, সেই স্থানের মাটি ছাড়া ***পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শক্তির দেবী দুর্গার আরাধনা*** অসম্ভব। তাই সোনাগাছির মত অঞ্চলগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে নয় বরং একসাথে হাতে হাত ধরে সমাজের সাম্যের সৃষ্টি করে এক সুন্দর ইতিহাস রচনা করা সমগ্র মানবজাতির কাছ থেকে কাম্য।

তথ্যসূত্র:-

- **History of Prostitution- Wikipedia**
- **Sonagachi- Wikipedia**
- **রাধারমণ মিত্র- কলিকাতা দর্পণ**

- https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/adill_shaakir/30025918
- https://www.bbc.com/bengali/news-39457408 **(কলকাতায় কীভাবে শুরু হয় যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন)**
- **Sonagachi : সোনাউল্লা গাজির মসজিদ থেকেই 'সোনাগাছি' এলাকার নামকরণ।**

  (https://eisamay.com)

কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটের ইতিহাস

A TALK BY DEBOJYOTI GHOSH.

DEPARTMENT OF HISTORY

ST. PAUL'S CATHEDRAL MISSION COLLEGE

DATE: 24.06.2024

TIME : 12 NOON.

GOOGLE MEET LINK .

সূচীপত্র

- সূচনা
- কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট
  - বাবুঘাট
  - জগন্নাথ ঘাট
  - বাগবাজার ঘাট
  - মায়ের ঘাট
  - আহিরীটোলা ঘাট
  - প্রিন্সেপ ঘাট
  - মল্লিক ঘাট
  - নিমতলা ঘাট
- উপসংহার

সূচনা

কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট

শহর গড়ে উঠেছিল গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করেই। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কলকাতায় গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি ঘাট। সময়ের সাথে সাথে সেইসব ঘাটগুলির অবশিষ্ট কয়েকটি আজও লড়াই করে কোনোভাবে বেঁচে আছে। কলকাতার প্রতিটি ঘাটের নিজস্ব ইতিহাস এবং তাৎপর্য রয়েছে এবং এই ঘাটগুলি কলকাতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে আসছে। উল্লেখযোগ্য ঘাটগুলি যেগুলি কলকাতার ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল শহরের প্রকৃত ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছে তা হল বাবুঘাট , জগন্নাথ ঘাট, বাগবাজার ঘাট ,মায়ের ঘাট ,আহিরীটোলা ঘাট ,প্রিন্সেপ ঘাট ,মল্লিক ঘাট, নিমতলা ঘাট ।

বাবুঘাট

বাবুঘাট (এছাড়াও **বাবুঘাট** , বা বাজে কদমতলা ঘাট, এবং *বাবু রাজ চন্দ্র ঘাট*) *হল* ব্রিটিশ রাজের সময় নির্মিত অনেক ঘাটের মধ্যে একটি, হুগলি নদীর তীরে স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতার বিবিডি বাগ , কলকাতায় ।

ঘাটটিতে একটি লম্বা ঔপনিবেশিক কাঠামো রয়েছে, যা ঘাটের অবতরণ বার্থ। এটি একটি সূক্ষ্ম ডরিক - বিশাল স্তম্ভ সহ গ্রীক শৈলী প্যাভিলিয়ন। ঘাটটি মূলত পরিচিত ছিল *বাবু রাজ চন্দ্র ঘাট*, এখন শুধুমাত্র প্রথম *বাবু ঘাট* বা *বাবু ঘাট* শব্দ দ্বারা পরিচিত । বাংলায় *বাবু/ বাবু* মানে সাহেব বা ভদ্রলোক । ঘাটটির নামকরণ করা হয়েছে রানী রাসমনির স্বামী ও জানবাজারের জমিদার বাবু রাজ চন্দ্র দাসের নামে, যিনি ১৮৩০ সালে তার প্রয়াত স্বামীর স্মরণে এটি নির্মাণ করেছিলেন।পেডিমেন্টের নীচে একটি মার্বেল ট্যাবলেট থেকে বোঝা যায় যে ঘাটটি নির্মাণের জন্য কিছু কৃতিত্ব অবশ্যই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে যেতে হবে কারণ তিনি জনসাধারণের সুবিধার উন্নতির লক্ষ্যে এই ধরনের ব্যয়কে উত্সাহিত করেছিলেন। এটি কলকাতার দ্বিতীয় প্রাচীনতম ঘাট।

তদুপরি, বাবুঘাট সর্বদা যাত্রীদের সাথে ব্যস্ত থাকে, যারা নদী পেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য এটি ব্যবহার করে এবং হাওড়ার অন্যান্য এলাকায়ও , ফেরিগুলির জন্য ঘন ঘন বিরতিতে পাওয়া যায়, যা ঘাটের সাথে সংযুক্ত জেটি থেকে যাত্রা করে। জল ফেরি অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বাবুঘাট থেকে হাওড়া, চাঁদপাল ঘাট, তেলকাল ঘাট এবং বালি পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা উপলব্ধ

জগন্নাথ ঘাট

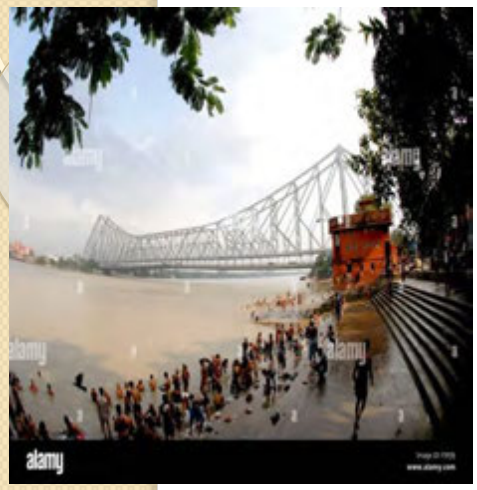

•গঙ্গার পূর্ব তীরে হাওড়া ব্রিজের কাছেই এই জগন্নাথ ঘাট, একটি ঐতিহাসিক ঘাট। ১৭৬০ সালে তৎকালীন একজন সুপরিচিত বণিক ও ব্যবসায়ী **শোভরাম বসাক** এই ঘাটটি নির্মান করেন। আগে ঘাটটিকে শোভাম বসাকের স্নান ঘাট বলা হত, পরে তা পরিবর্তন করে জগন্নাথ ঘাট করা হয়। এটি ধ্রুপদী ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এবং একটি গৌরবময় ইতিহাস সমৃদ্ধ ঘাট। একটি ব্যস্ত স্নান ঘাট হওয়ার পাশাপাশি, জগন্নাথ ঘাট ছিল হুগলি নদীর তীরের ব্যস্ততম বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের স্টেশনগুলির মধ্যে একটি।

•জায়গাটিতে একটি নির্দিষ্ট স্পন্দন রয়েছে যা এখানে আসা মাত্রই আপনি অনুভব করবেন। এই ঘাটের সৌন্দর্য সত্যই অবর্ননিয়। এখনও রোজ বহু দর্শনার্থী আকর্ষিত হন। মন ভালো করতে এই ঘাটে পবিত্র গঙ্গার জলে ডুব দিতে পারেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পুরো জায়গাটির দৃশ্যপটই বদলে যায়। দূরের জলে নৌকায় লণ্ঠনের জ্বলন্ত আলো স্বপ্নের মতো মনে হয়।

বাগবাজার ঘাট

বাগবাজার ঘাট, উত্তর কলকাতার বাগবাজারে অবস্থিত। একসময় গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘু মিত্রের নামানুসারে এটি ‘রোগ মিটের ঘাট’ নামে পরিচিত ছিল। এটি পরে বাগবাজার ঘাট নামে পরিচিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভিক দিনগুলিতে জমিদারের পদ গ্রহণের পর তিনি শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণ সম্পদের জন্যই নয়, বরং প্রশাসনের মধ্যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যও বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাগবাজার শব্দটি এসেছে ‘বাগ’ অর্থাৎ ফুলের বাগান এবং “বাজার” এর অর্থ বাজার। সুতরাং এটি এমন একটি স্থানকে নির্দেশ করে যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফুল রয়েছে।

বাগবাজার ঘাট কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত ঘাট এবং সবথেকে ভালভাবে রক্ষনাবেক্ষনে থাকে। আপনাকে যদি কলকাতার ইতিহাস আকর্ষন করে বা আপনি যদি অতীতের স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসেন, তাহলে এই জায়গায় ভ্রমণ করুন। সেখানে বসে আপনি প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন ধরণের লোক এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাবেন। অসংখ্য লোক এই ঘাট রোজ ব্যবহার করেন, এই পবিত্র নদীতে স্নান করেন এবং শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গার জল সংগ্রহ করেন ধর্মিয় অনুষ্ঠানের জন্য। স্থানীয় নৌকাগুলি পন্য উঠা-নামা করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। ঘাটটিতে **মায়ের ঘাট** নামে আরেকটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।

মায়ের ঘাট

প্রায় ১৪০ বছর আগে সারদাদেবী উত্তর কলকাতার যে বাড়িতে থাকতেন, তা-ই পরে মায়ের বাড়ি নামে পরিচিতি পেয়েছে। সেই বাড়িতে থাকাকালীন নিয়মিত ওই ঘাটে স্নানে যেতেন তিনি। তাই ঘাটটি বর্তমানে মায়ের ঘাট নামেই পরিচিত।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর সারদা মা আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান নি। কিন্তু কলকাতায় তাঁর বসবাসের নির্দিষ্ট কোনো বাড়ি ছিলো না। সেই সময় তিনি কামারপুকুরে কিছুদিন বাস করছিলেন। এই সময় তাঁকে নিদারুণ অর্থাভাবে পড়তে হয়। এই খবর রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যদের কানে পৌঁছালে তাঁরা মা'কে কলকাতায় নিয়ে আসেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে তাঁর গুরুভাইদের অনুরোধ করে চিঠি পাঠান যেন তাঁরা মা'কে ঠিকমতো দেখাশোনা করেন।

কিন্তু কলকাতায় কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় তখনও তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্যদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন। অবশেষে বাগবাজারে গঙ্গার কাছেই স্বামী সারদানন্দ এবং ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যরা নতুন দোতলা বাড়ি তৈরি করলেন যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের মাসিক মুখপত্র "উদ্বোধন" পত্রিকার নতুন অফিস হলো এবং ১৯০৯ সালে মা'কে সেখানে পাকাপাকি ভাবে নিয়ে আসা হলো। এই বাড়িতেই দোতলার একটি ঘরে মা সারদা মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেন। এখনোও এই বাড়ি "মায়ের বাড়ি" নামেই বিখ্যাত।

আহিরীটোলা ঘাট

আহিরীটোলা কথাটি এসেছে '**আহির**' অর্থাৎ দুধওয়ালা (পুরুষ বা নারী যেকেউ) বোঝায় এবং '**টোলা**' সাধারানত অস্থায়ী বড় আস্তানা কে বোঝায়। হয়ত ঘাটটি তারা তাদের গরু ও মহিষকে স্নান করানোর জন্য ব্যবহার করত। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুসংহত ঘাটটি ঠাকুর 'বিসর্জনের' জন্য ব্যবহৃত হয়। আহিরিটোলা ঘাটটি সকাল 5.30 টায় খোলে এবং রাত 9 টা পর্যন্ত চালু থাকে, বাঁধাঘাট, বাগবাজার এবং হাওড়া স্টেশনে নিয়মিত ফেরি পরিষেবা প্রদান করে।

প্রিন্সেপ ঘাট

প্রিন্সেপ ঘাট হল কলকাতায় হুগলি নদীর তীরে ব্রিটিশ যুগে নির্মিত একটি ঘাট। জন প্রিন্সেপ র পুত্র জেমস প্রিন্সেপ র স্মৃতিতে 1842/43 সালে এইটা তৈরী হয় এটা ভিকরিয়ান শিল্প কলার অসামান্য স্থাপত্য. জেমস প্রিন্সেপ ছিলেন একজন গবেষক. 1832-38 অবধি তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি র সম্পাদক । এর প্যালাডিয়ান পোর্চটির নকশা করেন ডব্লিউ ফিজগেরাল্ড। ঘাটটি নির্মিত হয় ১৮৪১ সালে। বিদ্যাসাগর সেতু এই ঘাটের ঠিক পাশেই তৈরি হয়েছে।
প্রিন্সেপ ঘাটটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ওয়াটার গেট ও সেন্ট জর্জেস গেটের মাঝে অবস্থিত।

এটি ১৮৪১ সালে নির্মিত হয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইতিহাসবিদ জেমস প্রিন্সেপের নামে নামাঙ্কিত। ঘাটের মূল গ্রিকো-গথিক স্থাপত্যটি ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত মন্ত্রক সংস্কার করেছে। এটির রক্ষণাবেক্ষণও উক্ত মন্ত্রকই করে থাকে। প্রথম দিকে প্রিন্সেপ ঘাট ব্রিটিশদের সব যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী ওঠানামার কাজে ব্যবহার করা হত।
প্রিন্সেপ ঘাট কলকাতার সচেয়ে পুরনো দর্শনীয় স্থানগুলির একটিএখানে অনেক মানুষ আসেন। তরুণদের মধ্যে এই কেন্দ্রটি বেশ জনপ্রিয়। এখান থেকে অনেকে নদীতে নৌকায় প্রমোদভ্রমণে যান। ২০১২ সালের ২৪ মে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বাজে কদমতলা ঘাট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার পথে সৌন্দর্যায়িত নদীতীরের উদ্বোধন করা হয়েছে। ঘাটের নিকটবর্তী ম্যান-অ-ওয়ার জেটিটি কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতা বন্দরের গৃহীত ভূমিকার স্মৃতি বহন করছে। জেটিটি এখন মূলত ভারতীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করে। এটির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

মল্লিক ঘাট

•মল্লিক ঘাট হল হাওড়া ব্রিজের কলকাতা প্রান্তের ঠিক দক্ষিন দিকে অবস্থিত। যে ঘাটটিকে আমরা আজকে শুধু মল্লিক ঘাট হিসেবে চিনতাম সেটি নিমাই মল্লিক ঘাট নামে পরিচিত। ১৮৫৫ সালে রামমোহন মল্লিক তার পিতা নিমাই চরণ মল্লিকের স্মরণে এটি নির্মাণ করেছিলেন। তবে মল্লিক ঘাট কেবল একটা স্নানের ঘাট নয়, ভারতের "সাংস্কৃতিক রাজধানী" হিসাবে পরিচিত কলকাতার একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, এশিয়ার সবথেকে বড় ফুলের বাজার। মল্লিক ঘাট বাজারটি কলকাতার প্রাণবন্ত সংস্কৃতির একটি ছোট অংশের মতো। সুতরাং, কলকাতায় এই প্রাণবন্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বাজারটি দেখতে মিস করবেন না।

•ঘাটের পরিবেশ রঙ, সুগন্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের ফুলের নির্যাস মিলেমিশে তৈরি পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এটি কলকাতার বিখ্যাত প্রাক-বিবাহের গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি। মল্লিক ঘাট ফ্লাওয়ার মার্কেট শুধু ফুল কেনার জায়গা নয় – এটি কলকাতার সংস্কৃতির একটি জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের অংশ। এটি শহরের দৈনন্দিন জীবনের একটি আভাস দেয়। আপনি যদি ফটোগ্রাফি উত্সাহী হন তবে এই জায়গাটি একটি সোনার খনি। দেখবেন কলকাতার নানান রঙ, ব্যস্ত বিক্রেতা এবং জীবনের সত্যতা সবই এখানে ধরা পড়েছে। আপনি ক্যামেরা বা স্মার্টফোন যাই ব্যবহার করুন, আপনি কিছু দুর্দান্ত শট নিয়ে চলে যাবেন।

নিমতলা ঘাট

নিমতলা শ্মশানটি ভারতের কলকাতার বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত। শ্মশানটি ঐতিহাসিকভাবে নিমতলা জ্বলন্ত ঘাট বা নিমতলা ঘাট নামেও পরিচিত। বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের মতো হুগলি (গঙ্গা) তীরে অবস্থিত ; এটিকে দেশের সবচেয়ে পবিত্র জ্বলন্ত ঘাট হিসাবে বিবেচনা করা হয় যেখানে আত্মাকে মোক্ষ লাভ করার কথা বলা হয় , অর্থাৎ। জন্ম-মৃত্যুর চক্র ভাঙছে। তাই সারাদেশের মানুষ এখানে আসেন তাদের প্রিয়জনের দাহ করতে। এটি কলকাতায় অবস্থিত দেশের বৃহত্তম জ্বলন্ত ঘাটগুলির মধ্যে একটি ।এই জ্বলন্ত ঘাটের প্রথম ভবনটি 1717 সালে তৈরি হয়েছিল, তবে সেই সময়ের প্রায় 2000 বছর আগে দাহ করা হয়েছিল। 2010 সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার INR 140 মিলিয়ন (US$2.0 মিলিয়ন) ব্যয়ে শ্মশানটিকে আপগ্রেড করে।

১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দাহকার্য এখানে সম্পন্ন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়েছিল। তার সমাধিমন্দির এই শ্মশানের পাশেই অবস্থিত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই শ্মশানে দাহ করা হয়। নিমতলা মহাশ্মশান নির্মিত হয়েছিল ১৮২৭ সালে। ২০১০ সালে ভারত সরকার এই শ্মশানঘাটের উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পে শ্মশান ও শ্মশানঘাট সংলগ্ন রবীন্দ্রনাথের সমাধিমন্দিরটির সৌন্দর্যায়ন ঘটানো হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

- বসু, ইউ. (1980)। পাথরে খোদাই করা? *TOI 21 জুলাই 2018* , পি. 1961. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/etched-in-stone/articleshow/65076457.cms থেকে সংগৃহীত

- *কলকাতা – দ্য উইকেন্ড গেটওয়ে পোর্টাল* থেকে সংগৃহীত

- *"নিমজ্জন উচ্চ এবং নিম্ন" / দ্য টেলিগ্রাফ, কলকাতা / 16 নভেম্বর 2013 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে /* থেকে সংগৃহীত

- Ghats Of Decay & Despair *Times of India*, তারিখ 6 নভেম্বর 2010। থেকে সংগৃহীত

- *"অন দ্য স্টেপস - বাবুঘাট, কলকাতা | ফ্লিকার : পার্টেজ ডি ফটো!" . 9 নভেম্বর 2014 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে / সংগৃহীত /*

উপসংহার

হুগলি বরাবরই কলকাতার কর্মক্ষম নদী। এটি শহরটিকে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি আনে এবং এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রূপ দেয়। এবং হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত নিরবধি ঘাটগুলি হল এই জলাবদ্ধ হাইওয়ের ল্যান্ডিং পোস্ট, শুরু থেকে কলকাতার সমস্ত ঐতিহাসিক যাত্রার সাক্ষী।এই শহরে একসময় শতাধিক ঘাট ছিল, যা বহু শতাব্দী ধরে ধনী জমিদার ও শাসকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। অনেকগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে বা সময়ের সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং কিছু ঘাট এখনও সক্রিয় রয়েছে। এই জিনিস সব পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা হয়; স্নান, জল আনা, সাঁতার কাটা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মালামাল বোঝাই-আনলোড, নৌকায় ওঠা-নামার জন্য…

KALIGHAT: A STUDY OF COSMOPOLITAN KOLKATA

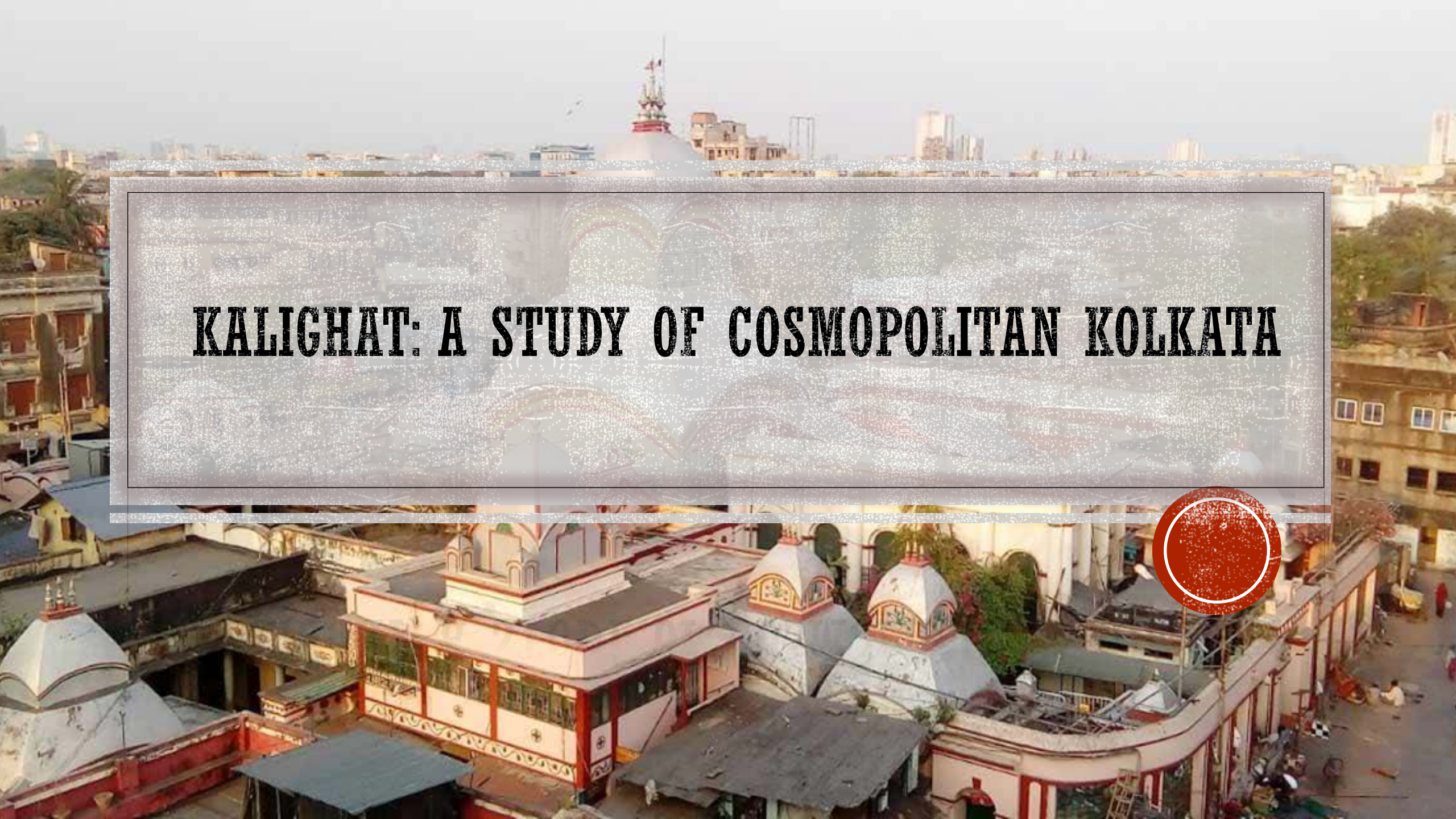

"KALIGHAT" ORIGINATED FROM GODDESS KALI WHO RESIDES IN THE TEMPLE AND THE GHAT{RIVER BANK} WHERE THE TEMPLE IS LOCATED.

Kalighat on the banks of ADI GANGA

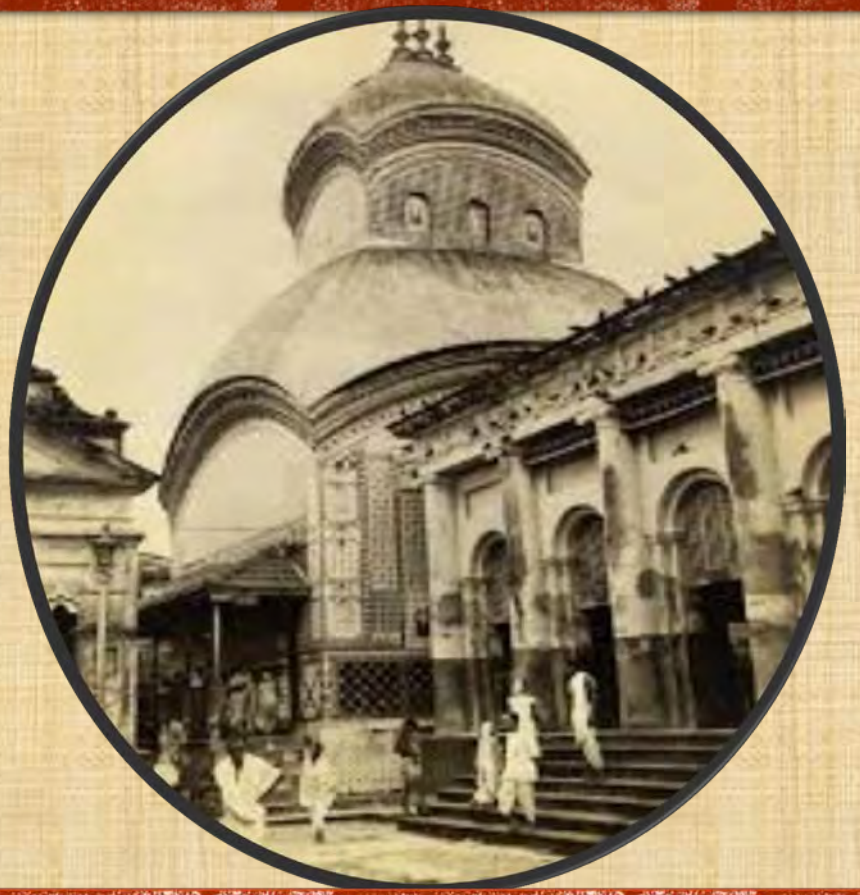

THE OLD KALIGHAT TEMPLE

THE FOUNDING MEMBERS OF THE KALIGHAT TEMPLE.

IT IS SAID THE TEMPLE WAS FOUND BY ONE PIOUS SAINT CHORANGA GIRI, WHO DISCOVERED AN IMPRESSION KALI'S FACE. IN AROUND 1570 PADMABATI DEVI, THE MOTHER OF LAKSMIKHANTA ROY CHOUDHURY FAMILY HAD A DIVIME VISION AND DISCOVERED RIGHT TOE OF SATI IN A LAKE CALLED KALIKUNDA IN KALIGHAT

THE MYTHOLOGICAL STORY BEHIND THE 51 SHAKTI PEETHS

After the death of Goddess Sati, Lord Shiva became angry and began to perform the Tandava, a divine dance of destruction. To pacify them, Lord Vishnu intervened and cut the body of Goddess Sati with his Sudarshan Chakra into 51 pieces, which then fell at various places on earth, creating 51 Shakti peeth.

KALIGHAT AS ONE OF THE 51 SHAKTI PEETHS IN HINDUISM

THE CORPASE OF SATI WHICH FELL IN VARIOUS PLACES OF INDIAN SUBCONTINENT

KALIGHAT PRESENTS THE SITE WHERE THE TOES OF THE RIGHT FOOT OF SATI FELL.

THE IDOL OF THE KALIGHAT MANDIR WAS CRAFTED BY TWO SAINTS – ATMARAM GIRI AND BARHMANANDA GIRI

KALIGHAT PAINTINGS: THE ENCHANTING ARTISTRY OF THE PATUAS

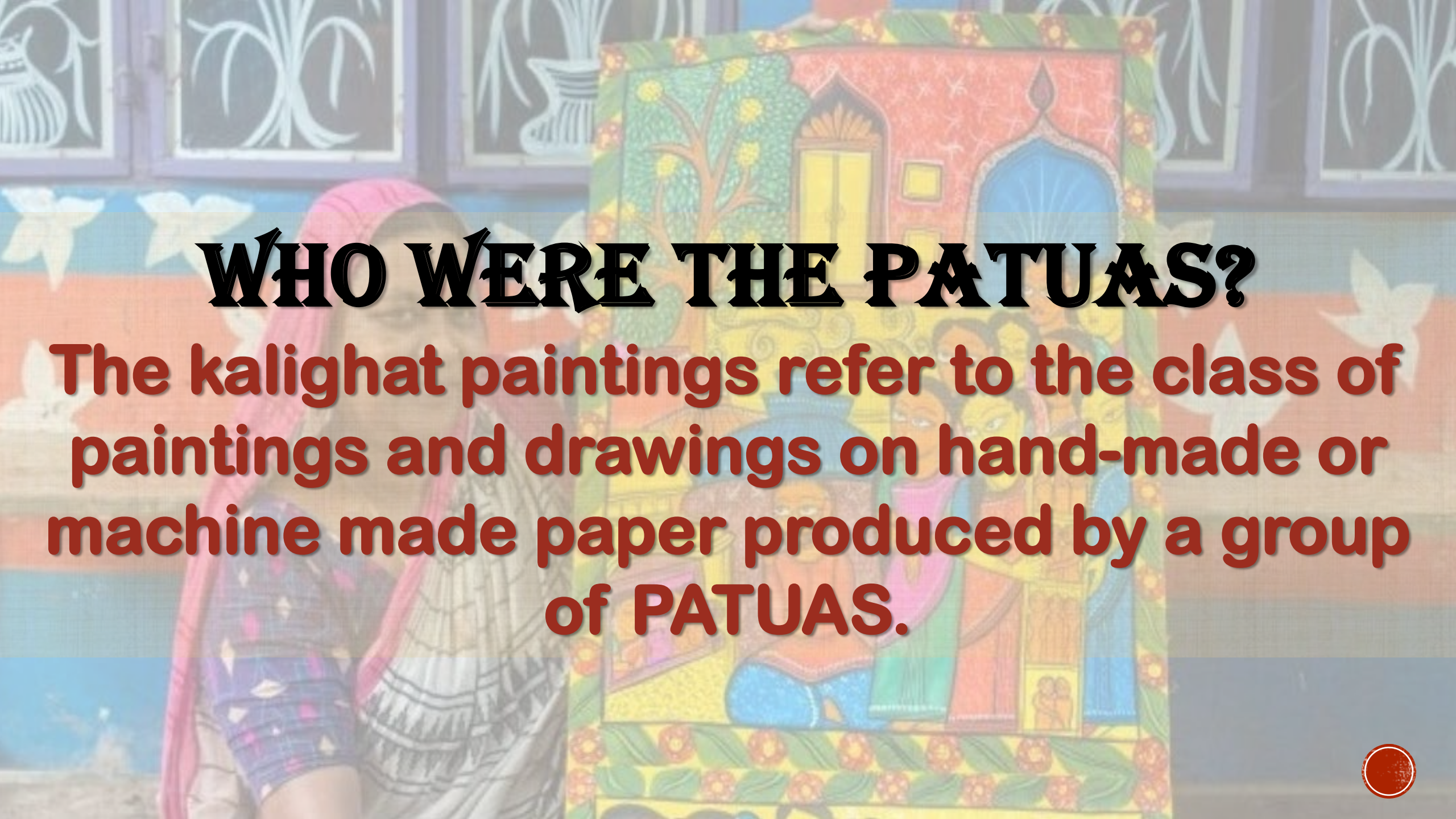

WHO WERE THE PATUAS?

The kalighat paintings refer to the class of paintings and drawings on hand-made or machine made paper produced by a group of PATUAS.

THE HISTORY OF PATUAS

BY THE EARLY 19TH CENTURY THE KALIGHAT TEMPLE WAS A POPULAR DESTINATION FOR LOCAL PEOPLE, PILGRIMS AND CERTAIN FOREIGN VISITORS AS WELL. WITH THE RISE OF POPULARITY AND FAME OF GODDESS KALI,MANY OF THE ARTISANS AND CRAFTSMAN FLOCKED TO KALIGHAT AREA TO ACAPITTALISE THE NEW MARKET BY SELLING CHEAP RELIGIOUS SOUVENIERS TO THE VISITORS.

Kalighat Paintings are showcased in the world museum

Victoria & Albert Museum, London holds single largest collection of Kalighat paintings in the world.

The national museum of wales in Cardiff has 25 kalighat pats

The Indian office library collection, now a part of British library contains 17 paintings.

The places in India where Kalighat paintings are stored.

Victoria Memorial Hall has a collection of 24 Kalighat paintings

The Indian Museum has in its collection 40 paintings and four drawings of Kalighat style

Themes of Kalighat Paintings

The themes in Kalighat paintings had wide variety. From the pantheon of Hindu Gods and Goddess to the religious and contemporary social events –nothing left behind as the theme of Kalighat paintings.

Religious and Mythological themes

Radha Krishna

EPISODES FROM RAMAYANA

KALI

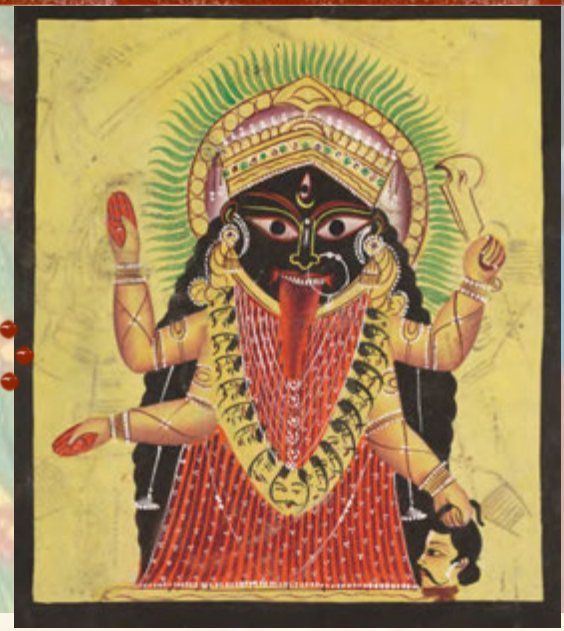

Parvati on Nandi or carrying Sati

Kalighat Paintings: A portrayal of Society

The rise of ‘Babu culture’ in late eighteenth century was well envisaged sarcastically by the patuas in series of Kalighat paintings where, the ‘babus’ were illustrated as high class rich gentlemen who were typically identified with nicely oiled hair, pleat of his dhoti in one hand and either chewing the betel or smoking a hukkah in the other hand, flirting with courtesan.

1873, THE TARAKESHWAR MURDER CASE.

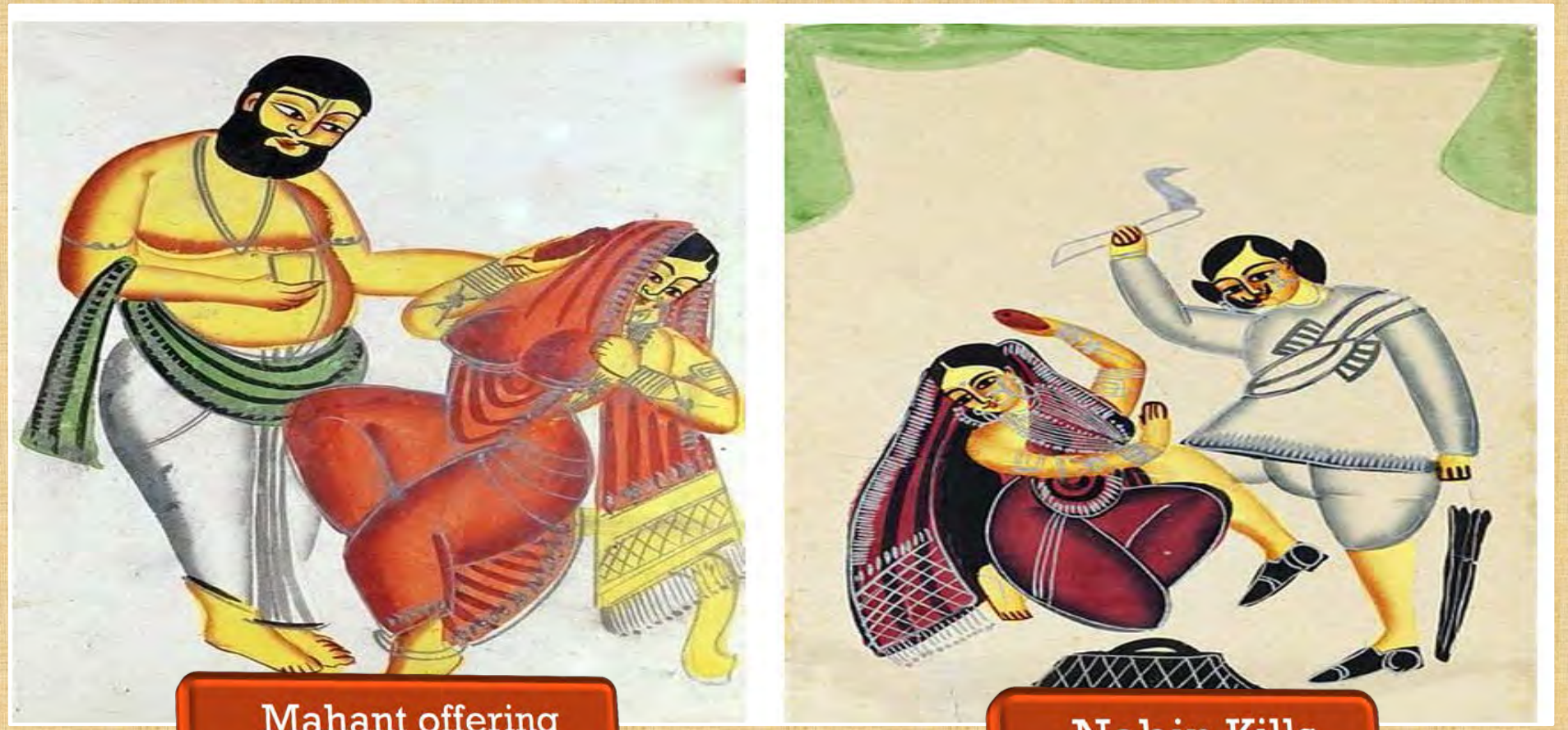

Mahant offering Child Birth Medicine to Elokeshi

Nabin Kills Elokeshi

Today the practice of Kalighat paintings still continues in the villages of Bengal where the rich traditions are proudly being carried out by the patuas

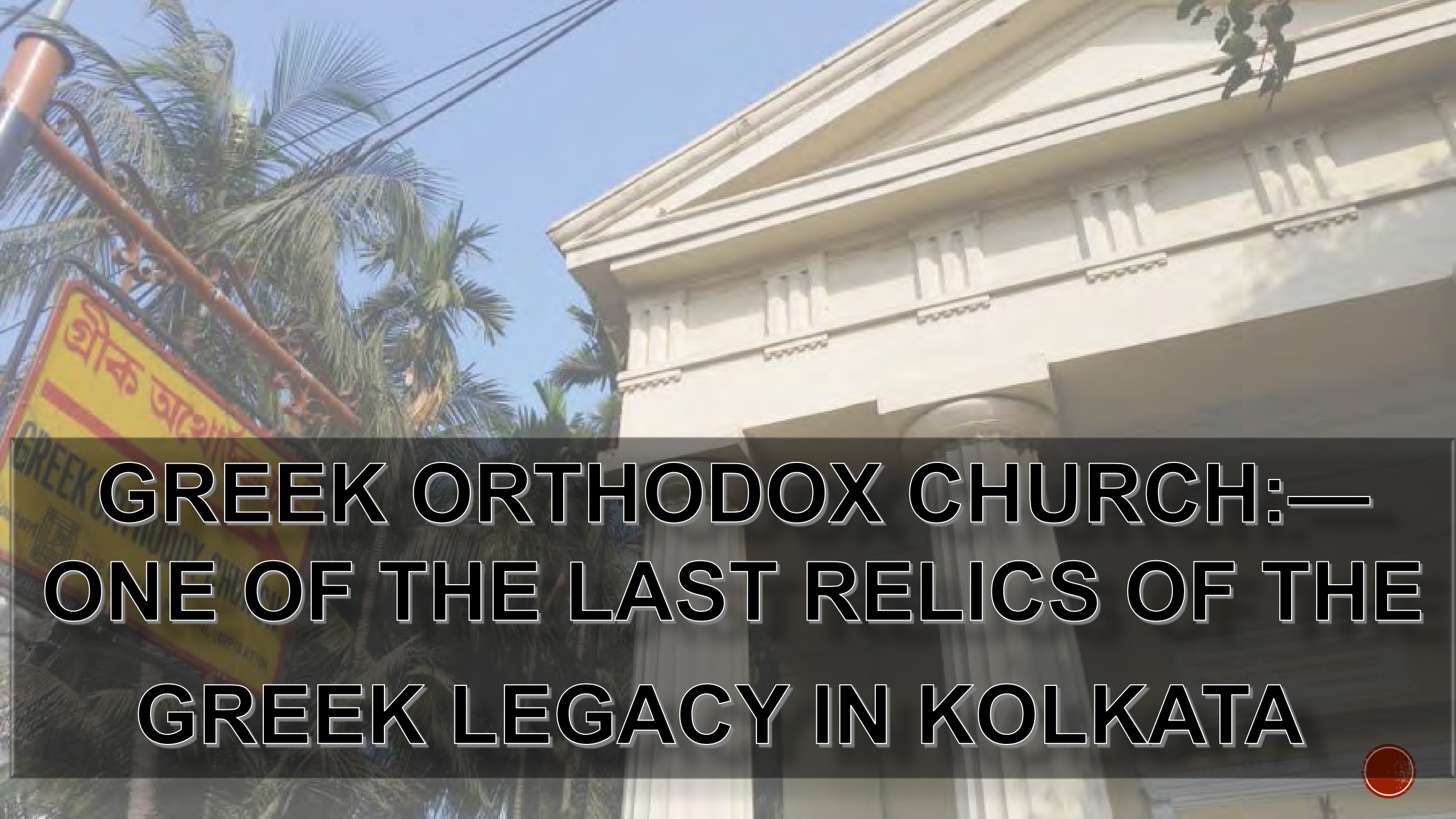

GREEK ORTHODOX CHURCH:— ONE OF THE LAST RELICS OF THE GREEK LEGACY IN KOLKATA

THE VICTORY OF THE RUSSIANS IN THE TURKO-AFGHAN WAR LED MANY GREEKS TO MOVE TOWARDS EAST AND MANY OF THOSE TO CALCUTTA

WHO WERE THE FOUNDERS?

- GREEK TRADER PANAGHIOTIS ALEXIOS ARGYREE, WHO CAME TO INDIA FOUNDED THE CHURCH.

THE CHURCH WAS OPERATIONAL FROM AUGUST 6,1781

OLD PIC OF THE CHURCH

RECENT PIC OF THE CHURCH

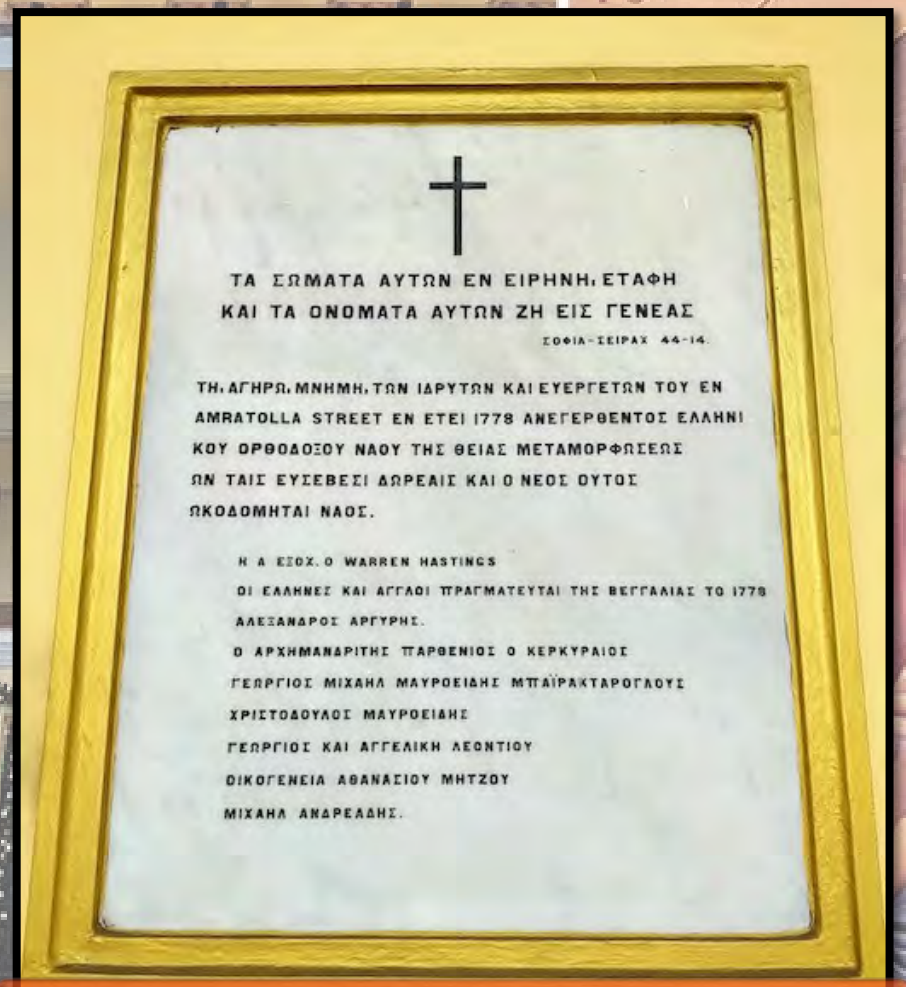

THE ENGLISH TRASALATION IS:

It is in memory of the Greeks who donated generously to build the first church in Amratolla… Their bodies are buried but their names will remain alive for generations

A stone plaque written in Greek at the entrance of the Church.

Wood Work, Greek Orthodox Church

The stone plaque on the right is found on the lower portion of the wall on the back of the church

Chandelier, Greek Orthodx Church

BIBLIOGRAPHY

1 http.kinjalbose.com2020/12/29greek-orthodox church
2 http.telegraphindia.com
3 A N Sarkar & C Mackay, "Kalighat Paintings", National Museums and Galleries of Wales, Roli books Pvt. Ltd and Lusture Press Pvt. Ltd., NewDelhi 2000
4 Ajit Ghose, "Old Bengal Paintings", Rupam, Calcutta 1926 3. Mukul Dey, " Drawings and Paintings of Kalighat", Advance, Calcutta, 1932 (Courtesy: http://www.chitralekha.org/articles/mukul-dey/drawings-and paintings-kalighat)
5. B N Mukherjee, "Kalighat Patas", Indian Museum, Kolkata 2011 5. S Sinha and C Panda (ed.) "Kalighat
6. Jyotindra Jain, "Kalighat Painting: Images from a Changing World", Mapin Publishing Pvt. Ltd., Ahmedabad 1999 7. S Chakravarti (ed.) "Kalighat Paintings in Gurusaday Museum", Gurusaday Dutt Folk art Society, Kolkata 2001
7 discoveringkolkata.word press